ঝিনাইদহে বিকেএসপির আঞ্চলিক ক্যাম্পাসের স্থান পরিদর্শনে মন্ত্রণালয়ের বিশেষ টিম

ঝিনাইদহে বিকেএসপির আঞ্চলিক ক্যাম্পাসের সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণে জায়গা পরিদর্শন করেছেন বিকেএসপি ও ক্রীড়াা মন্ত্রণালয়েনর বিশেষ টিম।

সোমবার (৬ জুলাই) সকালে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার মহাম্মদপুর, দুধসর-চাঁদপুর আবাসন এলাকা পরিদর্শন করেন পরিদর্শন টিমের সদস্যরা।

পরিদর্শন টিমে ছিলেন বিকেএসপির পরিচালক (প্রশিক্ষণ) কর্ণেল গোলাম মাবুদ হাসান, (পিএসসি)। সেসময় শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাহফুজুর রহমান, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন বাবর ফিরোজ পরিদর্শন টিমের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

সেসময় শৈলকুপায় বিকেএসপির আঞ্চলিক ক্যাম্পাস নির্মাণের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর তরুণ প্রতিভাবানরা খেলাধুলা ও শরীরচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সহজ হবে বলে দাবি করেন স্থানীয় সচেতন নাগরিকরা।

প্রাথমিক পরিদর্শনে দুটি স্থান উপযোগী বলে মনে হয়েছে। মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট জমা দেয়ার পরে দ্রুত তম সময়ে আঞ্চলিক এই ক্যাম্পাসের নির্মাণ কাজ শুরু হতে পারে বলে জানান বিকেএসপির এই কর্মকর্তা।

মেহেরপুরের টুঙ্গিতে মসজিদ না

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

ব্যাপারটি আমরা আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসকে জানিয়েছি।

মসজিদের ইমামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, ‘মসজিদ পুনঃনির্মাণের ব্যাপারে গ্রামে যেহেতু দুইটি গ্রুপের বিভক্তি হয়েছে তাই আমি এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করব না।

জাদুখালী স্কুল এন্ড কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক আশরাফুল হক বলেন, ‘আমি ৫৩ বছর ধরে মসজিদের সভাপতি ছিলাম। তাহাজ উদ্দিন নামে একজন কিছুদিন মসজিদটির সভাপতি ছিলেন সে সময় অনুমোদন এবং কোন প্রকৌশলীর পরামর্শ ছাড়াই মসজিদটি দোতলা করা হয়েছিল।

রিজেন্ট হাসপাতালের অনিয়ম জেনেও চুপ ছিল মন্ত্রণালয়

রিজেন্ট হাসপাতালের অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা আর সেবার নামে ডাকাতি আরও একমাস আগেই এসব তথ্য জমা পড়েছিল মন্ত্রণালয়ে।

লিখিতভাবে এসব অভিযোগের কথা জানিয়েছিলেন সেখানে নিয়োগ পাওয়া সরকারি চিকিৎসকরা। পরে তাদের সেখান থেকে সরিয়ে নিলেও শাহেদের রিজেন্টের বিপক্ষে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি মন্ত্রণালয়। যদিও এখন এসবের দায় নিতে চান না সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

রিজেন্টে অভিযানের পরে শাহেদনামায় প্রতিদিনই যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন অধ্যায়। আর সেই সঙ্গে জমাট বাঁধছে নানা প্রশ্ন।

এই করোনাকালে রিজেন্টের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে সেখানে নিয়োগ দেয়া হয় বেশ কয়েকজন সরকারি চিকিৎসক। ১১ মে নিয়োগের দিনেই তাদের কাছে মৌখিক নির্দেশ আসে সেদিনই কর্মস্থলে যোগ দেয়ার। মধ্যরাতে খোদ শাহেদই চিকিৎসকদের ফোন দেন, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী পরিচয়ে। আর হাসপাতালে যোগদানের পরের অভিজ্ঞতা আরো ভয়াবহ।

জাতীয় হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. শরিফুল ইসলাম বলেন, উনি আমাকে

প্রথমেই পরিচয় দেন প্রধানমন্ত্রীর সিনিয়র সচিব হিসেবে। ডাক্তারদের সুরক্ষার ব্যাপারে, করোনা রোগীদের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার ব্যাপারে, কোনো কিছুতেই আমি অভ্যস্ত ছিলাম না। পরে জানতে পারলাম যে, এখানে এক্সরে মেশিন নাই, প্যাথলজিস্ট নাই; প্যাথলজির কোনো কাজকর্ম চলে না।

এরই মধ্যে শাহেদের বিশেষ চাহিদা মেটাতে আইসিউইতে তাৎক্ষণিক যোগদানের আদেশ পান এনেস্থেশিয়ার এক জুনিয়র কনসালটেন্ট। যদিও কাজ করতে গিয়ে দেখেন নামেই আইসিইউ। বাস্তবে সেখানে এমন সেবা দেয়ার ন্যূনতম সুবিধা ছিল না। ১৫ মে মন্ত্রণালয়ে লিখিত অভিযোগ করেন তিনি। তিন দিনের মধ্যে রিজেন্ট থেকে তুলে নেয়া হয় সরকারি সব চিকিৎসককে।

মুগদা জেনারেল হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট ডা. শরীফ সামিরুল আলম বলেন, আমি অ্যাপলিকেশন্স লিখেছি ওখানে দেখবেন যে, কোনো ডাক্তার ছিল না, কোনো নার্স ছিল না। সব মিলিয়ে আইসিইউ’র মতো সেটআপটা ওইখানে ছিল না।

এবার সমীকরণটা মেলানো যাক। যদি এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসকদের রিজেন্টে নিয়োগের আদেশ তুলে নেয়া হয়। তবে চিঠিতে লেখা হাসপাতালের অনিয়মের বিষয়ে কেন ব্যবস্থা নেয়নি মন্ত্রণালয়। সে সময় দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন দায় এড়ানোর কথা।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) সিরাজুল ইসলামকে ফোন করে সময় সংবাদের পরিচয় দেয়ার পর তিনি বলেন, আমি এখন কথা বলবো না।

মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব হাবিবুর রহমান বলেন, তখন আমি প্রশ্ন তুললাম, বেসরকারি হাসপাতালে আমরা সরকারি ডাক্তার কেন দেবো? তখন আমাকে বলা হলো যে, ওইখানে তো ৩৯তম বিসিএস থেকেও কতজন ডাক্তারকে যেন পদায়ন করা হয়েছে।

সেখানে যে একটা ঝামেলা হচ্ছে সেটা তো আপনারা বুঝতে পারছিলেন, এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, না, ওটা আমি তখন বুঝতে পারিনি।

এদিকে এ নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আর অধিদপ্তরের হাসপাতাল শাখার পরিচালক। তিনি রাজি হননি কথা বলতেও।

চালের মূল্যবৃদ্ধির চেষ্টা করলে কঠোর অবস্থানে যাবে সরকার

এবার বোরো মৌসুমে ধানের বাম্পার ফলন হওয়ার পরও কেউ যদি চালের মূল্যবৃদ্ধির চেষ্টা করেন তাহলে সরকার কঠোর অবস্থানে যাবে। প্রয়োজনে সরকারিভাবে চাল আমদানি করা হবে বলেও জানান খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

বুধবার (১ জুলাই) মন্ত্রীর মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে এক সেমিনারে একথা বলেন তিনি। সভার সমন্বয় ও সঞ্চালনা করেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোসাম্মৎ নাজমানারা খানুম।

সভায় উপস্থিত ছিলেন দেশের আট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, বিভাগীয় চালকল মালিক সমিতির দুজন করে প্রতিনিধি, খাদ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

চালকল মালিকদের উদ্দেশ্যে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, চালের বাজার স্থিতিশীল রাখেন, সরকারের সঙ্গে করা চুক্তি অনুযায়ী গুদামে চাল সরবরাহ করেন, যদি তা না করেন তবে সরকার চাল আমদানিতে যেতে বাধ্য হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, করোনাকালীন সবাই বিপদগ্রস্ত। এবার না হয় লাভ একটু কম করলেন। প্রত্যেক বার লাভ সমান হয় না। এবার মানুষকে সেবা করার সুযোগ রয়েছে। সেবার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসুন। ২০১৭ সালের কথা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মিল মালিকদের একটা আত্মার সম্পর্ক রয়েছে।

২০১৭ সালে হাওড়ে বন্যার সময় সরকারিভাবে চাল সংগ্রহ বাধাগ্রস্ত

হলে সরকার চাল আমদানির ওপর ট্যাক্স ফ্রি করে দিয়েছিল ফলে ৪০ লাখ মেট্রিক টন চাল বিভিন্নভাবে আমদানি করা হয়। সে কারণে সেই বছর মিল মালিক এবং কৃষক উভয় চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

তিনি বলেন, কৃষক বাঁচলে ধান উৎপাদন হবে এবং আপনারা চালকল মালিকরা বেঁচে থাকবেন। কৃষক যাতে বিপাকে না পড়ে, বিশেষ করে প্রান্তিক কৃষক যেন ধানের ন্যায্যমূল্য পায় সেজন্য এবার আট লাখ মেট্রিক টন ধান কেনার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, যেহেতু খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের সঙ্গে আপনাদের ব্যবসা সবসময় করতে হবে, লাভ বেশি হলে চাল সরবরাহ করবেন, লাভ কম হলে চাল সরবরাহ করবেন না- এটা হতে পারে না।

সূত্র- ইত্তেফাক

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশ কে অবজ্ঞাকরে জীবননগরে প্রাইভেট কোচিং অব্যাহত

জীবননগর উপজেলা রায়পুর ইউনিয়নে রায়পুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক সরকারি আদেশকে অবজ্ঞা করে কোচিং বানিজ্যেকে অব্যাহত রেখেছেন।

করোনাভাইরাসের কারনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশে জরুরী ভাবে দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রোনালয়।

কিন্তুু সেই আদেশকে অবজ্ঞাকরে ঐ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন নাহার এবং ইংরেজী শিক্ষক রাজু আহাম্মেদ রাজু কিছু টাকার লোভে পড়ে নাহার হোসেন বিদ্যালয়ের হলরুমে ও আর একজন বাসা ভাড়া নিয়ে কোচিং বানিজ্যেকে অব্যাহত রেখেছেন।

উপরোক্ত অভিযোগের ভিক্তিতে বৃহস্পতিবার সকালে ‘দৈনিক মেহেরপুর